فقه الحيض والنفاس والاستحاضة

FIQHUL HAYEZ, NIFAS, WAL ISTIHAJA

SPEAKER: ARIFUL ISLAM

Index

১. পরিচয়

২. রং

৩. সময়সীমা (স্থায়িত্বকাল)

৪. আহকাম

৫. বিবিধ

মহিলাদের জরায়ূ থেকে ৩ ধরণের স্রাব নির্গত হয়

১. হায়েজ | ২. নিফাস (প্রসবজনিত স্রাব) | ইস্তিহাযা (প্রদরজাতীয় স্রাব)

১.পরিচয়

১. হায়েযের আভিধানিক অর্থ হলোঃ প্রবাহিত হওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায়: **নির্দিষ্ট সময়ে** এবং **নির্দিষ্ট দিনে** নারীর জরায়ূর গভীর থেকে কোনো অসুখ ও আঘাত ব্যতীত যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকেই **হায়েজ** বলা হয় । (বাদাইয়ুস সানায়া)

খ. নেফাসের সংজ্ঞাঃ প্রসবের কারণে জরায়ূ থেকে প্রবাহিত রক্তকে নেফাস বলা হয়। চাই সে রক্ত প্রসবের সাথেই প্রবাহিত হোক অথবা প্রসবের দুই বা তিন দিন পূর্ব থেকেই প্রসব বেদনার সাথে প্রবাহিত হোক।

গ. কারো যদি তিনদিন তিনরাতের কম সময় রক্তস্রাব হয়,বা দশদিন দশরাতের পরেও রক্তস্রাব হয়, তাহলে তা হায়েয নয়। বরং তা রোগ, আর এই রোগকেই শরীয়তের পরিভাষায় **ইস্তিহাযা** বলে। (বাদাইয়ুস সানায়ে ১/৪১ শামেলা)

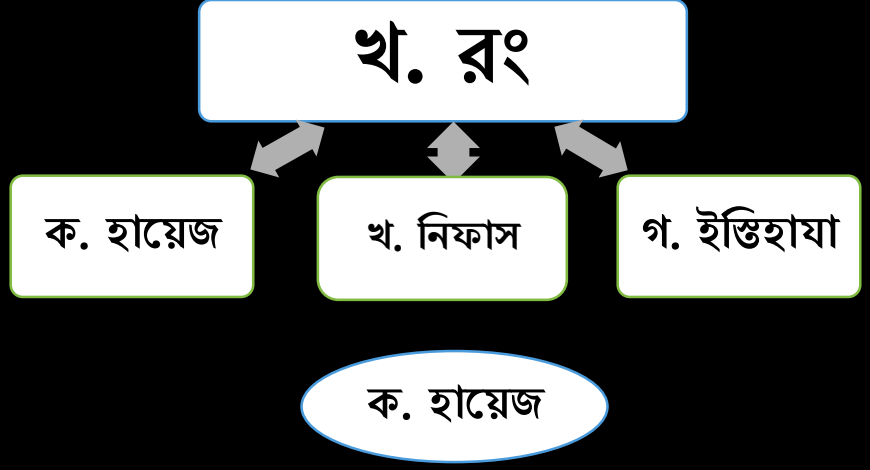

খ. রং

ক. হায়েজ | খ. নিফাস | গ. ইস্তিহাযা

ক. হায়েজ

- হায়েজের রক্তের রং কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমনঃ গাঢ়োলাল, কালো, সবুজ, গাঢ়ো হলুদ হালকা হলুদ, ঘোলাটে, মেটে। (শরহে বেকায়া ১/১১৪)
- সর্বসম্মতিক্রমে রক্তের রং সাদা হলে; তা হায়েয বা নেফাস নয়।

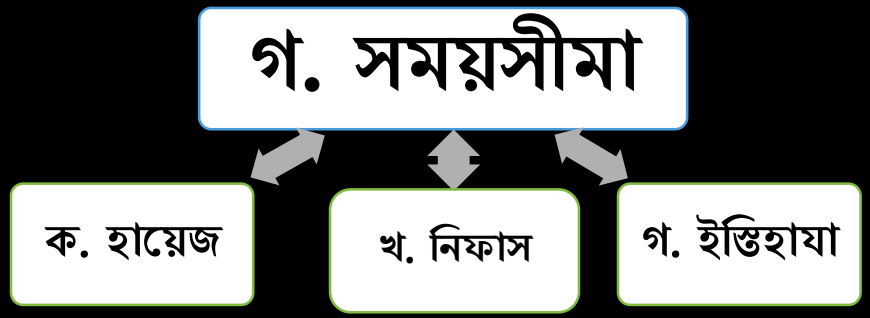

গ. সময়সীমা

ক. হায়েজ | খ. নিফাস | গ. ইস্তিহাযা

হায়েযের বয়সঃ সর্বনিম্ন ৯ বছর বয়স থেকে শুরু হতে পারে এর আগে হয়না। ৯ বছরের আগে হলে ইস্তিহাযা বলে বিবেচিত হবে। আর সর্বশেষ ৫৫ বছর পর্যন্ত এটি হতে পারে । কোন কোন ফুকাহা বলেছেন ৬৫ বছর পর্যন্ত। (ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া ১/৫৩২)

হায়জের চলাকালীন স্থায়ীত্বকালঃ সর্বনিম্ন সময় হলো তিনদিন তিনরাত। এর চেয়ে কম হলে সেটা হবে ইসতিহাজা। তার সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো দশদিন। এর অতিরিক্ত হবে ইসতিহাজা। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- কুমারী ও বিবাহিতা নারীর হায়েযের সর্বনিম্ন মুদ্দত হলো তিনদিন ও তিনরাত এবং তার সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন। (তাবরানী শরীফ ১/৫৯৯ বাদাইয়োস সানায়া ১/৪০)

খ. নিফাস

- ❖ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেফাসওয়ালী মহিলাদের মেয়াদ সাব্যস্ত করেছেন চল্লিশ দিন। তবে যদি এর আগে পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৬৪৯]
- ❑ নেফাসের **সর্বোচ্চ সময়সীমা** ৪০ দিন; **সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই**। তাই প্রসবোত্তর রক্তস্রাব বন্ধ হলেই মহিলা পবিত্র হয়ে যাবে। এমনকি ৪০ দিনের পূর্বেই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলেও পবিত্র হবে, সুতরাং গোসল করে নামায-রোযা আদায় করতে থাকবে এবং স্বামী-স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হতে পারবে।

গ. ইস্তিহাযা

ইস্তেহাযা: কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। এমনকি লাগাতার কয়েক বছর যাবতও হতে পারে। যেমনটি আম্মাজান যাইনাব রা. এর ক্ষেত্রে হয়েছিলো বলে একটি রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। সাধারণত ঋতুস্রাব ও প্রসূতির নির্দিষ্ট সময় ছাড়া বা অন্য সময়ে বের হয় অথবা এতদুভয়ের পরপরই বের হয়।

৪. আহকাম

- ক. হায়েজ
- খ. নিফাস
- গ. ইস্তিহাযা

ক এবং খ

- ১ নামায
- ২. রোযা

- ৩. কা'বা শরীফের তওয়াফ
- ৪. কোরআন তেলাওয়াত
- *স্পর্শ

- ৫. মসজিদে অবস্থান
- ৬. সঙ্গম করা

- ৭. তালাক
- ৮. পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে গোসল করা ওয়াজিব

হায়েযের আহকামসমূহ থেকে উদ্গত মাসআলা

(১) নামাযঃ

- ❖ ঋতুবতী মহিলার জন্য ফরয হোক আর নফল হোক সকল প্রকার নামায পড়া নিষিদ্ধ। যদি পড়া হয় তাহলে সে নামায শুদ্ধ হবে না। এমনিভাবে ঋতুবতী মহিলার জন্য নামায ওয়াজিব নয়।
- ❑ কোন মহিলা যদি ওয়াক্তের শেষ দিকে হায়েযওয়ালি হয়; তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামায তার উপর ওয়াজিব নয়। কোন কোন ফুকাহা বলেছেন পূর্ণ এক রাক'আত পড়তে পারে এতটুকু সময় যদি পেয়ে যায় তাহলে পবিত্র হওয়ার পর উক্ত ওয়াক্তের নামায কাযা করা ওয়াজিব।
- ❑ পবিত্র হওয়ার পর যদি 'আল্লাহ আকবার' বা তাকবীরে তাহরীমা পরিমান সময় পেয়ে যায়; তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামায তার উপর ওয়াজিব। কোন কোন ফুকাহা বলেছেন কোন ওয়াক্তের পূর্ণ এক রাক'আত পড়তে পারে এতটুকু সময় যদি পেয়ে যায় তাহলে উক্ত ওয়াক্তের নামায কাযা করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সে সময়টুকু ওয়াক্তের প্রথম দিক হোক অথবা শেষ দিক হোক, কোন পার্থক্য নেই।

(২) রোযাঃ

ঋতুবতী নারীর পক্ষে ফরয-নফল সর্ব প্রকার রোযা রাখা হারাম এবং রোযা রাখা তার জন্য জায়েয হবে না। কিন্তু ফরয রোযার কাযা তার উপর ওয়াজিব।

- ❑ সাওম অবস্থায় রক্তস্রাব আসলে তাহলে সাওম নষ্ট হয়ে যায়। যদিও রক্তস্রাব সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে এসে থাকে। তবে ঐ সাওমটি ফরয হয়ে থাকলে তার কাযা ওয়াজিব।
- ❑ সাওম পালনকারীনী মহিলা যদি সাওম অবস্থায় সূর্যাস্তের পূর্বে লজ্জাস্থানের বেদনা অনুভব করে এবং প্রকৃতপক্ষে রক্তস্রাব সূর্যাস্তের পরেই আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে উক্ত নারীর সাওম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে সাওম নষ্ট হবে না। কারণ পেটের অভ্যন্তরের রক্তের কোনো হুকুম নেই।
- ❑ হায়েয অবস্থায় ফজরের সময় শুরু হলে ঐ দিনের সাওম রাখা জায়েয নয়। যদিও ফজরের সামান্য সময় পরে পবিত্র হয়ে থাকে।
- ❑ আর যদি ফজরের একটু আগে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং বন্ধ হওয়ার পর সাওম রাখে তাহলে তা জায়েয আছে। এমতাবস্থায় গোসল ফজরের পরে করলেও কোনো দোষ নেই। যেমন, বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি যদি অপবিত্রাবস্থায় সাওমের নিয়ত করে এবং গোসল ফজরের পরে করে তাতে কোনো দোষ নেই। তার সাওম শুদ্ধ হয়ে যাবে।

(৩) কা‘বা শরীফের তওয়াফঃ

❖ ঋতুবতী নারীর জন্য কা‘বা শরীফের ফরয ও নফল তওয়াফ করা হারাম। যদি করা হয় তাহলে তা শুদ্ধ হবে না।

❑ হজ ও উমরার অন্যান্য কাজ যেমন সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌঁড়ানো, ‘আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, মুযদালিফা ও মিনায় রাত্রি যাপন করা এবং জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি হারাম নয়।

❑ ঋতুবতী নারীর জন্য বিদায়ী তওয়াফ জরুরী নয়: হজ ও উমরার করণীয় কাজগুলো শেষ করে নিজের দেশের দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যদি কোনো মহিলার রক্তস্রাব আরম্ভ হয়ে যায় এবং রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে তাহলে বিদায়ী তওয়াফ করা থেকে উক্ত মহিলা মুক্তি পেয়ে যাবে অর্থাৎ বিদায়ী তওয়াফ আর করা লাগবে না। কেননা এ প্রসঙ্গে ইবন আব্বাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন,

“«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ»

(সকল হজকারী)-কে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের শেষ কাজ যেন কা‘বা শরীফের তাওয়াফ দিয়েই হয়। কিন্তু ঋতুবর্তী নারীর জন্য এই আদেশ শিথিল করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সেই বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে না।” (বুখারী,মুসলিম)

❖ (৪) বেশিরভাগ ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ঋতুবতী মহিলার পক্ষে উচ্চারণ করে কুরআন তিলাওয়াত করা নাজায়েয এবং নিষিদ্ধ।

❑ যদি শুধু চোখ দিয়ে দেখে অথবা মুখ দিয়ে উচ্চারণ ব্যতীত শুধু মনে মনে পড়ে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন, কুরআন শরীফ চোখের সামনে আছে অথবা কুরআন মাজীদের আয়াত সম্বলিত কোনো বোর্ড সামনে আছে। এমতাবস্থায় ঋতুবতী নারী যদি আয়াতগুলোর দিকে তাকায় এবং মনে মনে পড়ে তাহলে এটা জায়েয হওয়ার পিছনে কারো কোনো দ্বিমত নেই

❑ কোরআনে কারীমের যেসব আয়াতে দুআর মর্মার্থ রয়েছে এইগুলি দোআর নিয়তে পড়তে পারবে, তবে তেলাওয়াতের নিয়তে নয়।

(৫) মসজিদে ঋতুবতী নারীর অবস্থানঃ

❖ ঋতুবতী নারীর মসজিদে এমনকি ঈদগাহে নামাযের স্থানে অবস্থান করা হারাম।তবে প্রয়োজনে মসজিদের ভেতর দিয়ে যেতে পারে এবং প্রয়োজন মিটাতে পারে

(৬) স্ত্রীর সাথে সঙ্গম

❖ রক্তস্রাব চলাকালীন অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা স্বামীর জন্য যেমন হারাম ঠিক তেমনি ঐ অবস্থায় স্বামীকে মিলনের সুযোগ দেওয়াও স্ত্রীর জন্য হারাম।

(৭) তালাকঃ

❖ রক্তস্রাব অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া স্বামীর জন্য হারাম।

(৮) গোসল করা ওয়াজিব প্রসঙ্গঃ

❖ ঋতুবতী মহিলার যখন ঋতুস্রাব বন্ধ হবে তখন গোসলের মাধ্যমে পুরো শরীরের পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব।

গ. ইস্তেহাযার আহকাম

❑ ইস্তেহাযার হুকুম আর পবিত্রতার হুকুম একই। (বাদায়েস সানায়ে)

মুস্তাহাযাহ নারী এবং পবিত্র নারীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই।

(১) মুস্তাহাযাহ নারীর উপর প্রতি নামাযে ওযু করা ওয়াজেব। প্রমাণ হচ্ছে নাবী সা. ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশকে বলেছেনঃ

ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ

অর্থঃ (তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু কর।)

(২) মুস্তাহাযাহ নারী যখন ওযু করার ইচ্ছা করবে তখন রক্তের দাগ চিহ্ন ধৌত করে জরায়ুতে তুলা দিয়ে পট্টি বেঁধে নেবে, যেন উক্ত তুলা রক্তটাকে আঁকড়ে ধরে।

❑ **মহিলাদের এই তরল পদার্থ যদি মূত্রাশয় থেকে না এসে গর্ভাশয় থেকে আসে,** তাহলে তা পবিত্র। তবে পবিত্র হলেও তা অযু ভঙ্গ করবে। কেননা অযু ভঙ্গকারী হওয়ার জন্য অপবিত্র হওয়া শর্ত নয়। যেমন এই যে বায়ূ- যা পশ্চাদভাগ দিয়ে বের হয়, তার তো কোন দোষ নেই; অথচ তা অযু ভঙ্গ করে। অতএব, অযু অবস্থায় যদি মহিলার এরূপ তরল পদার্থ বের হয়, তাহলে তা অযু ভঙ্গ করবে এবং তাকে নতুনভাবে অযু করতে হবে।

❑ **তবে যদি তা অবিরামভাবে চলে,** তাহলে অযু ভঙ্গ করবে না। কিন্তু নামাযের সময় হলে সে নামাযের জন্য অযু করবে এবং ঐ অযুতে ঐ ওয়াক্তের ফরয ও নফল নামাযসমূহ আদায় করবে। অনুরূপভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে এবং তার জন্য বৈধ সব কাজ সে করতে পারে। যেমনিভাবে মূত্রবেগ ধারণে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ফুকাহাগণ এ বক্তব্যই পেশ করেছেন। এটাই হলো তরল ঐ পদার্থের বিধান।

❑ পক্ষান্তরে যদি তা অবিরাম না চলে এবং নামাযের সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া তার অভ্যাস হয়, তাহলে যে সময়ে বন্ধ থাকে নামাযের সময় চলে যাওয়ার ভয় না থাকলে নামাযকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। আর নামাযের সময় চলে যাওয়ার ভয় থাকলে অযু করে নামায আদায় করে নিবে। এক্ষেত্রে কম-বেশীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এর সবই একই রাস্তা দিয়ে বের হয়। সুতরাং কম হোক, বেশী হোক অযু ভঙ্গ করবে।

৫. বিবিধ

ক. হায়েজ | খ. নিফাস | গ. ইস্তিহাযা

দু'টি শর্ত সাপেক্ষে হায়েয প্রতিরোধ করে এমন ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয

১ম শর্তঃ ঔষধ ব্যবহারে কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা না থাকা। যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

২য় শর্তঃ হায়েয বা রক্তস্রাবের সাথে স্বামীর যদি কোন ব্যাপার সম্পৃক্ত থাকে তাহলে অবশ্যই তার অনুমতি নিয়েই ঔষধ ব্যবহার করতে হবে

উপরোক্ত দু'টি শর্ত মোতাবেক হায়েয প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয। মনে রাখতে হবে, জায়েয হওয়ার পরেও বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে ব্যবহার না করাই উত্তম এবং শ্রেয়। কেননা প্রাকৃতিক বিষয়কে তার স্বগতিতে ছেড়ে দেওয়া শারীরিক সুস্থতার জন্য ভাল। (আদ্দিমায়ুত্ তাবিয়িয়্যাহ লিন্নিসা: শায়খ সালেহ আল উসাইমিন)

হায়েয আনয়নের জন্য ঔষধের ব্যবহারও দু'টি শর্ত মোতাবেক জায়েযঃ

১ম শর্তঃ কোন ফরয বা ওয়াজিব কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঔষধ ব্যবহার না করা। যদি এমনটি হয়ে থাকে অর্থাৎ কোন ফরয বা ওয়াজিব পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যদি ঔষধ ব্যবহার করতে চায় তাহলে তা নাজায়েয হবে।

২য় শর্তঃ স্বামীর অনুমতিক্রমে ব্যবহার করতে হবে। যার কারণে স্বামী নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

- দুই হায়েযের মধ্যবর্তী পবিত্রতা থাকার মেয়াদ কমপক্ষে ১৫ দিন। এটিকে ফিকহহের ভাষায় 'তুহুর'

খ. নিফাস

- **এমন কিছু প্রসব করলেই কেবল নেফাস প্রমাণিত হবে যাতে মানুষের আকৃতি (প্রকৃতি) স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। পক্ষান্তরে যদি মহিলা গর্ভপাতের মাধ্যমে এমন ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ ভ্রূণ প্রসব করে যাতে মানুষের আকৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না তাহলে প্রবাহিত রক্তকে নেফাস হিসেবে গণ্য করা যাবে না। বরং রগের রক্ত হিসেবে গণ্য করে ইস্তেহাযার নিয়ম-নীতি পালন করতে হবে। (ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/৩৭ শামেলা)**

গ. ইস্তিহাযা

মুস্তাহাযা নারী বিভিন্ন অবস্থা

১. পূর্বোক্ত হায়েযের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

২. প্রথম; ইতিপূর্বে হায়েয হয় নাই।

ক. দশ দিনের ভিতরে রক্ত প্রবাহিত থাকবে

১.ক. তার পূর্বের অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে বলে ধরা হবে। তাই সবগুলি দিন হায়েয এর মধ্যে শামিল হবে।

খ. দশ দিনের বাহিরেও রক্ত প্রবাহিত হবে

১.খ. ইস্তেহাযাহ অর্থাৎ অনবরত রক্ত প্রবাহ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋতুস্রাবের অভ্যাস রয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে *পূর্ব নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রবাহমান রক্তকে হায়েয হিসেবেই গন্য করা হবে এবং এর উপর হায়েযের বিধি-বিধানই কার্যকর হবে।* নির্দিষ্ট সময় ছাড়া বাকীটাকে ইস্তেহাযাহ *গন্য* করে তার নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। যেমন, একজন মেয়েলোকের প্রতি মাসের ১ম দিকে ছয় দিন করে রক্তস্রাব হয়ে থাকে। এখন হঠাৎ করে দেখা গেল যে, ঐ মেয়েলোকটির অবিরাম রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তাহলে তখন প্রতি মাসের প্রথম ছয় দিন প্রবাহিত রক্তকে হায়েয হিসেবে গন্য করে বাকীটাকে ইস্তেহাযাহ হিসেবে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ পূর্বের অভ্যাসকৃত দিন ব্যাতিরেখে বাকি দিনগুলি ইস্তিহাযা বলে গন্য হবে সো বাকী দিনগুলির নামায কাযা করবে। (দরসে তিরমিযী উর্দু ১/৩৬২)

২. দশদিনের ভিতরে হলে হায়েয বলে গন্য আর তার বেশী হলে ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে। (দরসে তিরমিযী উর্দু ১/৩৬২)

হায়েয এর দিন অথবা সময় ভূলে গেলে...

- যদি হায়েয সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে নারীর জানা থাকে, তবে কয়দিন হায়েয হয় তা ভুলে যায়, এমতাবস্থায় অধিকাংশ নারীদের অভ্যাস অনুযায়ী সময় হিসাব করতে হবে।
- কয়দিন হায়েয হয় যদি তা জানা থাকে, তবে তা কখন হয়, মাসের শুরুতে না শেষে তা মনে না থাকে, তাহলে হায়েযের দিনগুলো মাসের শুরুতে হিসাব করবে। যদি মাসের মধ্যখানে হায়েয আসত বলে মনে করতে পারে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কবে শুরু হত তা বলতে না পারে, তাহলে মাসের মধ্যখানের প্রথমাংশে হায়েযের সময় হিসাব করবে। কেননা মাসের মাঝখান থেকে হিসাব করা, সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য, নারীর পক্ষে সহজ।